

খন্ড ৩

মানুষের কল্যাণে সেবামূলক কাজ



মানব সেবাগুলি হল মানুষের সেবা করা এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা করা। মানবসেবা কাজ সম্পর্কিত প্রকল্পগুলি তোমাকে মানুষের সাথে কীভাবে কাজ করতে হয় তা শিখতে সহায়তা করবে। তুমি এমন প্রকল্প নিতে পারো যা তোমার নিজের স্বাস্থ্য, তোমার পরিবারের স্বাস্থ্য এবং অন্যদের যত্ন নেওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। তুমি আরও বিভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণীয় ভিডিও বা অডিও ক্লিপ তৈরি করতে পারো, যেমন— তোমার পরিবারের জন্য বাজেট তৈরি করা, মানুষের হাতে মেহেদি লাগানো, একটি কমিক বই তৈরি করা। তুমি তোমার সহপাঠীদের সঙ্গে মিলে কল্পনা করে আরও অনেক নতুন কাজের আইডিয়া বা নানা ধরনের প্রকল্প তৈরি করতে পারো।

এই বিভাগে প্রকল্পগুলির দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেগুলি হল "পুতুলের মাধ্যমে গল্প বলা" এবং "পারিবারিক স্বাস্থ্য নির্দেশিকা"। তোমাকে শুধুমাত্র একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। তুমি এই প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি বেছে নিতে পার অথবা তোমার শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে নিজের পছন্দের একটি প্রকল্প তৈরি করতে পার।

প্রকল্প ৫

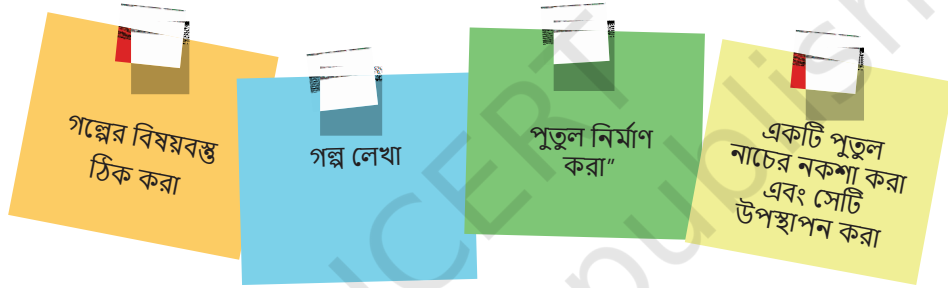
পুতুলের মাধ্যমে গল্প বলা



0785CH05

এই প্রকল্পটি তোমাকে পুতুলের মাধ্যমে গল্প বলা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে। তুমি স্ক্রিপ্ট (নাট্যালিপি) লিখতে, পুতুল তৈরি করতে এবং ব্যাকড্রপ (পটভূমি), প্রপস (উপকরণ), শব্দ ও আলোর ব্যবহার করে একটি পুতুল নাচ বা পাপেট শো প্রদর্শন করতে শিখবে।

এই প্রকল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তুমি যা যা শিখতে সক্ষম হবে।



চিত্র ৫.১: শিক্ষার্থীরা একটি পুতুল নাচ দেখছে

বয়েস নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধ সবাই গল্প শুনতে পছন্দ করে। প্রাচীনকাল থেকেই গল্প বলার প্রচলন রয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে গল্প বলার বিভিন্ন রূপ পরিবর্তন হয়েছে। মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরের অজন্তা গুহায় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত চিত্রগুলি গল্প বলার একটি রূপ-এগুলি চিত্রের মাধ্যমে জাতক গল্পের গল্পগুলি চিত্রিত করে।

মুখে মুখে গল্প বলা ভারতে একটি প্রাচীন ঐতিহ্য, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। বাংলার বাউল গান, উর্দুর দস্তানগই, বিভিন্ন ভাষায় কথা, রাজস্থানে কাওয়াড, কেরালা এবং কর্ণাটকে যক্ষগান এবং সারা দেশে রামলীলা সেই মুখে মুখে বলা গল্পেরই নিদর্শন। কাওয়াডের কাহিনী একটি কাঠের মন্দির ব্যবহার করে বর্ণনা করা হয় যা গল্পটি এগিয়ে চলার সাথে সাথে খোলে। যক্ষগান এবং রামলীলাতে সংলাপের পাশাপাশি সঙ্গীত, মুখোশ এবং পোশাক ব্যবহার হয়। ঐতিহ্যগতভাবে, এই অনুষ্ঠানগুলি কোনও লিখিত স্ক্রিপ্ট ছাড়াই করা হত।



চিত্র ৫.২: ছায়ার পুতুল প্রদর্শনীতে আমাদের প্রাচীন মহাকাব্যের গল্প বলার জন্য আলো এবং পুতুলের ছায়া ব্যবহার করা হয়।

গল্প বলার রূপগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। যেমন- আধুনিক যুগে গল্প বলার একটি জনপ্রিয় মাধ্যম হল লিখিত গল্প।লেখার পাশাপাশি ফটোগ্রাফি, সিনেমা, অ্যানিমেশন এবং অন্যান্য অনেক রূপ গল্প বলার জন্য ব্যবহৃত হয়।

দুঃখজনকভাবে, কয়েক দশক আগে পর্যন্ত জনপ্রিয় কিছু গল্প রূপ বর্তমানে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছে। মানুষ গল্প বলার নতুন নতুন আধুনিক পদ্ধতিগুলোকেই বেশি পছন্দ করছে। কিন্তু গল্প বলার জন্য পুতুল ব্যবহার (চিত্র ৫.১ এবং ৫.২) করার রূপটি আজও জনপ্রিয় আছে।

পুতুল হল মানুষ বা প্রাণীর মূর্তি যাকে গল্প বলা পুতুল শিল্পীরা পরিচালনা করেন। অতএব, একটি যান্ত্রিক পুতুলকে পাপেট বা পুতুলনাট্যের পুতুল হিসেবে গণ্য করা হবে না, কিন্তু চোখের, নাকের এবং মুখের সেলাই করা একটি সাধারণ মোজাকে পাপেট হিসেবে গণ্য করা হবে যদি তা পাপেটিয়ারের (পুতুল পরিচালনাকারীর) সাহায্যে নড়াচড়া করে।

পুতুলনাট্য হলো হাতে, কাঠির সাহায্যে বা সুতো দিয়ে পুতুল নাড়িয়ে গল্প বলার শিল্প। শিল্প শিক্ষায় তুমি পুতুল সম্পর্কে কিছুটা জেনে থাকতে পার। আমাদের দেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের পুতুল সম্পর্কেও শিখে থাকতে পার।

পুতুলনাট্যের সুবিধা হলো—মাত্র একজন বা দু'জন মানুষ এবং কয়েকটি পুতুল দিয়েই একটি অনুষ্ঠান করা যায়। এটি সহজেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় এবং বিভিন্ন ধরনের গল্প বলা যায়।

পুতুলনাট্য সংবেদনশীল সামাজিক বার্তা পৌঁছে দিতে ব্যবহৃত হয়েছে—যেসব বিষয়ে মানুষ খোলাখুলি কথা বলতে চান না। যেহেতু মানুষ নয়, পুতুল কথা বলে, তাই দর্শকরা এমন অনেক বিষয় নিয়ে হাসতে পারে বা আলোচনা শুনতে পারে, যেগুলো অন্যথায় তাদের রাগিয়ে দিতে বা বিরক্ত করতে পারত। উদাহরণস্বরূপ, পুতুলের মাধ্যমে নেশা, কুসংস্কার এবং সমাজের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ন্যায়বিচারের পক্ষে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেও এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

তুমি কি জানো ?

২০১২ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে, প্রত্নতাত্ত্বিকরা রাজস্থানের করণপুরায় সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার একটি স্থান খনন করেছিলেন, যা চৌটাং নদীর তীরে অবস্থিত। সেখানের অনেক আবিষ্কারের মধ্যে একটি

বিশেষ বস্তু পাওয়া গিয়েছিল যা দেখতে একটি পুতুল-মাথা বিশিষ্ট ষাঁড় (চিত্র ৫.৩)-এর মতো। যদিও এর মাথাটি পাওয়া যায়নি, প্রত্নতাত্ত্বিকরা লক্ষ্য করেছেন যে শিল্পকর্মটির আকৃতি এমন ছিল যাতে এর ওপর একটি আলাদা করা যায় এমন মাথা বসানো সম্ভব ছিল। সেখানে দুটি অগভীর খাঁজও রয়েছে যার মধ্য দিয়ে একটি সুতো প্রবেশ করানো যেত যাতে ষাঁড়টির মাথা নাড়ানো যায়।



চিত্র ৫.৩: পুতুল মাথার ষাঁড়

এই প্রকল্পে, তুমি বিভিন্ন ধরনের পুতুল তৈরি করে একটি পুতুলনাট্য প্রদর্শনী করবে।

আমি কী করতে পারবো?

প্রকল্পের শেষে, তুমি সক্ষম হবে:

১. একটি গল্পের উপর ভিত্তি করে একটি চিত্রনাট্য লিখতে।
২. বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে পুতুল তৈরি করতে।
৩. গল্প অনুসারে সংগীত, শব্দ, আলো এবং কণ্ঠের মড্যুলেশন ব্যবহার করতে।
৪. একটি পুতুল প্রদর্শনীর মাধ্যমে একটি গল্প বর্ণনা করতে।

আমার কী প্রয়োজন হবে?

তোমার নিম্নলিখিত উপকরণগুলির প্রয়োজন হবে:

১. **পুতুল তৈরি করার জন্য:** চটি, স্যান্ডেল, চামচ, ডালপালা, পাতা, খোসা, বাঁশ, পুরোনো কাপড়, ফিতা, কাঁটাচামচ, টেনিস বল বা অন্য কোনো বল, রং, তুলি, প্যালেট, কাটার, কাঁচি, সুতো, সূঁচ, আঠা, টেপ, লেখার মতো পৃষ্ঠযুক্ত পেপার টেপ বা অন্য যেকোনো উপকরণ।
২. **পুতুল নাচাতে:** সুতো, ঝাড়ুর কাঠি, চপস্টিক বা যেকোনো উপকরণ।
৩. **প্রপস তৈরি করতে:** অ্যালুমিনিয়াম, পিচবোর্ড, চার্ট বা অন্য কোনও উপলব্ধ উপাদান।
৪. **অনুষ্ঠানের জন্য:** কার্ডবোর্ড, কাঠ (অগ্রাধিকার অনুযায়ী বর্জ্য কাঠ), হাতুড়ি, পেরেক, চার্ট, চাদর, রং, টেবিলক্লথ, টর্চ, প্রদীপ, টেবিল ল্যাম্প, বাদ্যযন্ত্র, সাউন্ড সিস্টেম বা অন্য উপকরণ।

কীভাবে আমি নিজেকে এবং অন্যদের নিরাপদ রাখব?

পুতুল প্রদর্শনীর নকশা তৈরি এবং উপস্থাপনের সময় তোমাকে যে সতর্কতাগুলি অনুসরণ করতে হবে সেগুলি হল:

১. দয়া করে নির্দেশাবলী অনুযায়ী সরঞ্জামগুলি ব্যবহার কর এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সতর্কতা অনুসরণ কর।
২. তোমার কর্মক্ষেত্রে অনেক কাঁচামাল এবং অর্ধসমাপ্ত কাজ থাকতে পারে। অর্ধসমাপ্ত কাজ অনেক সময় খুব নরম বা ভঙ্গুর হয়; তাই সেগুলো এমনভাবে সংরক্ষণ কর যাতে দুর্ঘটনাবশত ক্ষতি না হয়।
৩. আলো-হাওয়া যুক্ত ঘরে কাজ কর।
৪. চিত্রনাট্য লেখার সময় এবং পরিবেশনার সময় অন্যদের অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল থাক এবং ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দাও। বাস্তব জীবনের ঘটনা থেকে গল্পের অনুপ্রেরণা নিলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুমতি নিশ্চিত করো।

ইন্টারনেট নিরাপত্তা: ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় তোমার শিক্ষকের সাহায্য নাও। সতর্ক থাক এবং কিছু আপলোড বা ডাউনলোড করবে না। অনলাইনে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করবে না।

শুরু করার আগে আমার কী জানা দরকার?

তুমি যে গল্পটি বর্ণনা করবে এবং যে পুতুলগুলি তৈরি করবে সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করার আগে, লোকের কীসে আগ্রহ হবে তা নিয়ে চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ।

কার্যকলাপ ১: কোন বিষয়গুলো গল্পকে কার্যকর করে তোলে?

যে গল্পগুলো শুনেছ—মঞ্চে দেখা, সিনেমায় দেখা কিংবা কারো মুখে শোনা—সেগুলো মনে করো।

যে গল্পটি তোমাকে সবচেয়ে আনন্দ দিয়েছিল এবং বারবার শুনতে ইচ্ছে করত, সেটি ভাব। সেই গল্পে কী তোমাকে আকৃষ্ট করেছিল?

১. কে বললো গল্পটা?

২. তারা গল্পটা কীভাবে বললো? তারা কি এটি আবৃত্তি করেছিল, নাকি তাদের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করতেন? তারা কি কোনও উপকরণ ব্যবহার করেছিলেন?

কণ্ঠস্বরের ওঠানামা, অঙ্গভঙ্গি বা মুখের অভিব্যক্তি পরিবর্তন করেছিলেন কি?

.....

.....

.....

৩. গল্প বলার যে পদ্ধতিটি তারা ব্যবহার করেছিলেন তার মধ্যে কোনটি তোমাকে আকৃষ্ট করেছিল?

.....

.....

একটি গল্পের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখা। তোমার সহপাঠীদের সাথে তোমার উত্তরগুলো আলোচনা করো এবং দেখ গল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলার কোনো সাধারণ উপাদান খুঁজে পাও কিনা।

এই আলোচনার ভিত্তিতে, শ্রোতাদের জন্য একটি গল্পকে রোমাঞ্চকর করে তুলতে তুমি কী করবে?

.....

.....

.....

কার্যকলাপ ২: পুতুলনাট্য দেখা

তোমার কাছাকাছি কোনও পুতুল প্রদর্শনী হচ্ছে কিনা দেখ। যদি না হয়, তাহলে কোনও পুতুলশিল্পীকে স্কুলে আমন্ত্রণ জানাতে পার একটি প্রদর্শনী করার জন্য।

পুতুলশিল্পীর সাথে বিভিন্ন ধরনের পুতুল নিয়ে আলোচনা কর। পুতুলের নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ কর—পুতুলশিল্পী কীভাবে পুতুল নাড়াচ্ছে, কোথায় তাকাচ্ছে, তার পোশাক, হাতের ধরন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—কণ্ঠস্বরের ওঠানামা। পোশাক, পুতুলটি ধরার শৈলী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ভয়েস মড্যুলেশন। যদি এটি সরাসরি মঞ্চের নাটক বা পুতুলনাট্য হয়, তবে মঞ্চের সাজসজ্জা, পেছনের পরিবেশ, শব্দ এবং আলো পর্যবেক্ষণ করো।

পুতুল প্রদর্শনীটি দেখার পর, নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

১. পুতুল প্রদর্শনীর নাম কী ছিল? কোথায় দেখেছিলে?

.....

.....

.....

২. প্রদর্শনীতে কী ধরনের পুতুল ব্যবহার করা হয়েছিল (যেমন, রাজা, সিংহ, পাখি)? পুতুলগুলি কী দিয়ে তৈরি হয়েছিল বলে মনে কর?

.....

.....

.....

৩. পুতুলটি কী করছিল? তিনি পুতুলটাকে কীভাবে নাড়াচাড়া করছিলেন? পুতুলশিল্পী কি/দর্শকদের সঙ্গে কথা বলত নাকি পুতুলের সঙ্গে? যদি হয়, তাহলে কিভাবে?

.....

.....

.....

৪. পুতুলনাট্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দৃশ্যটি কী ছিল? কেন এটা তোমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হল?

.....

.....

.....

৫. শব্দ, আলো, পটভূমি বা অন্য কোনও উপাদান কি অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল?

.....

.....

যদি তুমি একটি সরাসরি পুতুল প্রদর্শনী দেখতে না পাও, তাহলে 'পাপেট শো + + ভাষা' (তোমার পছন্দ) কীওয়ার্ড ব্যবহার করে অনলাইনে একটি পুতুল প্রদর্শনীর ভিডিও অনুসন্ধান করতে পার।

আমাকে কী করতে হবে?

একটি পুতুলনাট্য প্রদর্শনী করার প্রথম ধাপ হল একটি গল্প চিহ্নিত করা এবং একটি চিত্রনাট্য লেখা। লেখা হয়ে গেলে, তোমাকে গল্পের চরিত্র অনুসারে পুতুল তৈরি করতে হবে এবং তারপরে পুতুল অনুষ্ঠানের নকশা তৈরি করতে হবে। অবশেষে, তোমাকে মঞ্চ তৈরি করতে হবে এবং একটি অনুষ্ঠান করতে হবে।

কার্যকলাপ ৩: একটি গল্প নির্বাচন / রচনা

পুতুল তৈরি শুরু করার আগে, তুমি যে গল্পটি উপস্থাপন করতে চাও সে সম্পর্কে তোমার পরিষ্কার ধারণা হওয়া উচিত।

তুমি স্কুলের লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ে ধারণা নিতে পারো। অথবা অন্যান্য বিষয় থেকে যা শিখেছ, সেখান থেকেও কোনো বিষয় বেছে নিতে পারো— যেমন ভাষা বিষয়ের গল্প বা কবিতা, বিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা। তোমার দাদু-দিদার বলা গল্পও বেছে নিতে পারো। এছাড়া সমাজ-সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে যেমন— স্বচ্ছ ভারত, পোলিও টিকাকরণ, নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব— এগুলো নিয়ে প্যাপেট শো তৈরি করতে পারো।

মনে রাখবে, তোমাকে পুতুল বানাতে হবে, একটি চিত্রনাট্য লিখতে হবে এবং একটি অনুষ্ঠান করতে হবে। অতএব, তোমার গল্পটি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত এবং সরল হতে হবে, তবে কিছু নাটকীয়তা বা অ্যাকশন থাকা ভালো।।

তুমি কোন গল্পটি বেছে নিয়েছ এবং কেন?

.....

.....

.....

এরপর, তোমাকে গল্পের মূল উপাদানগুলি চিহ্নিত করতে হবে। সারণি ৫.১ তোমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করবে।

সারণি ৫.১: নির্বাচিত গল্পের মূল উপাদান

প্রশ্নগুলো	গল্পের উপর ভিত্তি করে উত্তর
গল্পটা কী নিয়ে?	
এর নাম কি?	
গল্পের চরিত্রগুলি কারা? সেগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।	

গল্পের পটভূমি কোথায়?	
গল্পের পটভূমি কি এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়?	
গল্পের প্লট কী?	
প্রধান ঘটনাগুলি ক্রমানুসারে লেখ।	
গল্পের কেন্দ্রীয় বার্তা কী?	

কার্যকলাপ ৪: পুতুল প্রদর্শনীর জন্য একটি চিত্রনাট্য লেখা

তুমি যখন একটি লাইভ পারফরম্যান্স দেখ বা একটি চলচ্চিত্র দেখ, তখন তাতে সংলাপ, দৃশ্য পরিবর্তন, সংগীত, অ্যাকশন এবং অন্যান্য অনেক কিছু থাকে। এটি কেবল একটি গল্প বর্ণনা করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটি গল্পকে একটি অনুষ্ঠানে পরিণত করা হয় একটি চিত্রনাট্য ব্যবহার করে।

একটি চিত্রনাট্যে দৃশ্যগুলোর ধারাবাহিক বিন্যাস, চরিত্রের সংলাপ এবং আবেগ থাকে। প্রতিটি দৃশ্যের সময় পুতুলের (গুলি) অবস্থান এবং নড়াচড়ার মতো বিশদ বিবরণ এতে থাকে। ছোট গান বা কবিতা, হালকা এবং শব্দ প্রভাব ইত্যাদির মতো উপাদানগুলি স্ক্রিপ্টে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। চরিত্র ও দৃশ্য অনুযায়ী বক্তব্যের ভঙ্গিও স্পষ্ট করতে হয়— যেমন স্বাভাবিক, অনানুষ্ঠানিক, আনুষ্ঠানিক, কর্তৃত্বপূর্ণ, বিনয়ী ইত্যাদি।

কমপক্ষে ২-৩টি চরিত্র আছে এমন একটি গল্প বেছে নাও। এগুলো প্রাণী, মানুষ, এলিয়েন— যা গল্প অনুযায়ী মানানসই।

কীভাবে স্ক্রিপ্ট লিখতে হয় তা বোঝার জন্য “গোপাল এবং ইলিশ মাছ” গল্পের একটি উদাহরণ সারণি ৫.২-এ দেওয়া হয়েছে। গল্পটি এমন এক রাজার সম্পর্কে, যিনি আদালতে কেউ যেন ইলিশ মাছের কথা না বলে তা পছন্দ করেন না। তিনি গোপালকে চ্যালেঞ্জ করেন— বিশাল একটি ইলিশ মাছ কিনে রাজপ্রাসাদে আনতে, যাতে কেউ তা নিয়ে কথা না বলে। গোপাল চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে, অর্ধেক দাড়ি কেটে ফেলে, গায়ে ছাই মাখে। মানুষ তার অদ্ভুত সাজ দেখে এতটাই বিস্মিত হয় যে, তার হাতে থাকা বিশাল ইলিশ মাছ নিয়ে কেউ কোনো কথা বলে না।

সারণি ৫.২: গোপাল এবং ইলিশ মাছের চিত্রনাট্য

ক্রমিক সংখ্যা।	চরিত্র।	সংলাপ ও শৈলী	প্রপস প্রয়োজন	বিশেষ প্রভাব (যেমন, আলো এবং শব্দ)
	দৃশ্য ১: রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে এবং গোপালকে সামনে দাঁড় করিয়ে দরবারের দৃশ্য। ব্যাকড্রপ দেয়ালে চিত্র সহ একটি সুন্দর হল দেখায়।			
১	রাজা	(অভিযোগ): আমি ইলিশ মাছের কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।	রাজার জন্য সিংহাসন (কার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি এবং সোনার রঙে আঁকা)	
২	গোপাল	(ধৈর্য ধরে): ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং থেমে যাবে।		
৩	রাজা	(অধৈর্য হয়ে): কখন!!		
৪	গোপাল	(শান্ত কণ্ঠে): যত তাড়াতাড়ি অন্য কিছু আসে।		
৫	রাজা	(রেগে গিয়ে): গোপাল! আমার সাথে তর্ক করবে না। আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি যে কেউ কথা না বলে দরবারে একটি বড় ইলিশ মাছ নিয়ে আসুন।		একটি কাঠের পৃষ্ঠে আঘাত করা হাতের শব্দ
৬	গোপাল	(মাথা নিচু করে): আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি, মহামান্য রাজামশাই।		তুরীর শব্দ (খেলনা তুরীর শব্দ বা কোনও ব্যক্তির তৈরি শব্দ হতে পারে)
দৃশ্য ২				
ব্যাকড্রপ একটি ব্যস্ত বাজার দেখায় যেখানে প্রচুর লোক মঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকে। গোপাল তার অর্ধেক দাড়ি মুগুন করে এবং একটি বড় ইলিশ মাছ ধরে তার শরীরে ছাই লাগিয়ে দেয়। শহরের আরেকজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।				

মনে রাখবে যে উপকরণগুলি মঞ্চে ব্যবহৃত পুতুল ছাড়া অন্য জিনিস (চিত্র ৫.৪)। এগুলি স্পষ্টভাবে সেটিং (যেমন, রাজার সিংহাসন) দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সহজেই চারপাশে সরানো যায় (যেমন, ইলিশ মাছ, তলোয়ার, বল, গাড়ি, সংবাদপত্র)। এগুলির মধ্যে কয়েকটি মঞ্চে স্থাপন করা হলেও, অন্যগুলি সুতো বা লাঠির সাথে যুক্ত থাকলে চারপাশে সরানো যেতে পারে।

চিত্র ৫.৪: 'গোপাল এবং ইলিশ মাছ' থেকে গোপালরূপী পুতুল

এখন, তোমার গল্পের জন্য একটি বিস্তারিত স্ক্রিপ্ট লিখতে সারণি ৫.৩ ব্যবহার করো।

সারণি ৫.৩: তোমার নিজের স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য টেমপ্লেট

ক্রমিক সংখ্যা	চরিত্র	সংলাপ ও শৈলী	প্রপস প্রয়োজন	বিশেষ প্রভাব (যেমন, আলো এবং শব্দ)
দৃশ্য ১				
১.				
২.				
৩.				
দৃশ্য ২				
১.				
২.				

কার্যকলাপ ৫: চরিত্রের রেখাচিত্র

পুতুল তৈরি করার আগে তোমাকে কল্পনা করতে হবে যে তারা মানুষ হিসেবে কেমন হবে। তারা কি লম্বা বা ছোট হবে? তারা কি হাসিখুশি বা রাগী হবে? তারা কি বাচাল বা লাজুক হবে? এগুলি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নামে পরিচিত। তোমার পুতুলের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াকে চরিত্র-রূপরেখা তৈরি করা বলা হয়। এটি পুতুলের মুখ এবং দেহ, তার অভিব্যক্তি, কণ্ঠস্বর এবং রীতিনীতি নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়,

উত্তেজিত হলে লাফিয়ে ওঠা বা
আনন্দে নেচে ওঠা, আর দুঃখ
পেলে কুঁজো হয়ে বসে পড়া (চিত্র
৫.৫)।

তোমাকে পুতুলটি অবিকল
মানুষ বা প্রাণীর মত বানাতে হবে
না। পুতুলের হাত-পা, বাহু অধিক
লম্বা হয়। তবে পুতুলের সম্পূর্ণ
ধারণা পেতে তোমাকে তার চেহারা
আর ব্যক্তিত্ব উভয়ই কল্পনা করতে
হবে।

চিত্র ৫.৫: ভীত সিংহ ও তার ইঁদুর বন্ধুর গল্পের একটি দৃশ্য।
সিংহটি কাগজ দিয়ে তৈরি এবং ইঁদুরটি মোজা পাপেট।

গ্রাফ পেপার ব্যবহার করলে আঁকা সহজ হয়

ধরো, তোমার গল্পে একটি খরগোশ আছে। তুমি কাগজে খরগোশ আঁকে তা কার্ডবোর্ডে
আটকাতে পারো। এরপর খরগোশটিকে নড়ানোর জন্য কার্ডবোর্ডের পেছনে একটি
কাঠি লাগাতে পারো।

ট্রেসিং কাগজে খরগোশটি আঁক এবং এটি গ্রাফ কাগজে পেস্ট করো।

এরপরে, তুমি যে চার্ট কাগজে খরগোশটি আঁকতে চাও তার গ্রাফের অনুপাতে রেখা
আঁক। এটি তোমাকে একটি বড় খরগোশ তৈরি করতে সহায়তা করবে। – এবারে তুমি
চার্ট কাগজে খরগোশের প্রতিটি অংশ কপি করতে পার। কাজ শেষ হলে লাইনগুলি
মুছে ফেল এবং খরগোশকে রঙ করে দাও (চিত্র ৫.৬)। একবার লাঠিটি খরগোশের
শরীরে আটকানো হলে, তোমার পুতুল প্রস্তুত।

এই প্রশ্নগুলি তোমাকে পুতুল তৈরি করার পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে।

১. তুমি কোন পুতুল বানাবে? নিচের জায়গায় সেগুলি আঁক।

২. এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

.....

.....

কার্যকলাপ ৬: পুতুল তৈরি করা

তোমার চারপাশে পাওয়া উপকরণ, কাদামাটি, নরম কাঠ, ঘাস, বর্জ্য কাগজ, ব্যবহৃত বোতল, থার্মোকোল, কার্ডবোর্ড বা অন্য কোনও উপযুক্ত উপাদান দিয়ে পুতুল তৈরি করতে পার। উদাহরণস্বরূপ, সমুদ্রের গল্ল বলার জন্য ঝাড়ুর কাঠিতে চার্ট পেপারে আঁকা মাছের কাটআউট জুড়ে দিতে পারো। – একটি ঝাড়ুর কাঠিকে চার্ট পেপার দিয়ে মুড়িয়ে তার ওপর চার্ট পেপার বা উলের তৈরি নাক, চোখ, কান লাগাতে পারো।

চিত্র ৫.৭ থেকে ৫.১৩-এ পুতুল তৈরির জন্য ব্যবহৃত কিছু উপকরণ ও বস্তু দেখানো আছে। গুলোর পাশাপাশি অন্যান্য উপকরণ দিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখো এবং কী কী নতুন ধরনের পুতুল তৈরি করা যায় তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করো।

১. মোজা পুতুল

তুমি পুরনো মোজা নিয়ে তাতে চোখ, নাক ও মুখ সেলাই করে সহজেই মোজা পুতুল বানাতে পারো। পুরনো উল সেলাই করে চুলও বানানো যায়।

মোজা পুতুল নাড়াতে হলে হাতের উপর পরে নিতে হবে (চিত্র ৫.৭)।

চিত্র ৫.৭: উল দিয়ে চুল সেলাই করা মোজা পুতুল

২. চামচ এবং কাঁটাচামচ পুতুল

তুমি স্টিল বা কাঠের চামচ এবং কাঁটাচামচ, এমনকি আইসক্রিমের চামচ বা একবার ব্যবহারযোগ্য কাঁটাচামচ দিয়েও তুমি পুতুল বানাতে পারো। চামচে সরাসরি মুখ ঠাঁকে নিতে পারো এবং কাঁটাচামচে কিছু শুষ্ক ছাল জড়িয়ে তার উপর মুখ ঠাঁকে নিতে পারো (চিত্র ৫.৮)।



চিত্র.৫.৮: চামচ এবং কাঁটাচামচ তৈরি করা পুতুল

তুমি এই পুতুলগুলিকে কাগজ দিয়ে তৈরি জামাকাপড় দিয়ে সাজাতে পার এবং স্কেচ পেন বা পেন্সিল ব্যবহার করে রঙ করতে পার।

চামচ ও কাঁটাচামচের হাতল ধরে তুমি এই পুতুলগুলো নাড়াতে পারবে।

৩. স্যান্ডেল/জুতোর পুতুল

জুতোর তলায় রং করে বা উল সঁটে চুল-গোঁফ বানিয়ে তুমি জুতোর পুতুল তৈরি করতে পারো। চোখের জন্য বোতাম লাগাতে পারো বা সরাসরি রং করে দিতে পারো (চিত্র ৫.৯)।

তুমি স্যান্ডেলের দুই পাশ ধরে বা জুতো হাতের উপর পরে এসব পুতুল নাড়াতে পারবে।

(ক)

(খ)

চিত্র ৫.৯: (ক) জুতোর সোলে মুখ আঁকা জুতার পুতুল। (খ) কর্ক দিয়ে তৈরি চোখ এবং উল দিয়ে তৈরি চুল-গোঁফ আঠা ও সুতো দিয়ে লাগানো স্যান্ডেল পুতুল।

৪. বলের পুতুল

বল ব্যবহার করেও তুমি পুতুল বানাতে পারো—বলটির নিচের দিকে একটি ঝাড়ুর কাঠি ঢুকিয়ে দিলে তুমি সেটিকে সহজে নাড়াতে পারবে। বলের উপর রং করে মুখ আঁকতে পারো বা কাগজ দিয়ে তৈরি নাক-কান দু'পাশে লাগাতে পারো (চিত্র ৫.১০)।



চিত্র ৫.১০: কাগজের টুকরো দিয়ে নাক এবং চোখ এবং কাগজের তৈরি বলের পুতুল তৈরি করা এবং তারপর রঙ করা। নাড়াচড়ার জন্য বলের মধ্যে একটি ঝাড়ুরকাঠি দেওয়া হয়।

৫. সবজির পুতুল

আলুর মতো সবজি এবং টুথপিক ব্যবহার করে তুমি সবজির পুতুলও বানাতে পারো। মুলা, গাজর ইত্যাদি ব্যবহার করে নাক, মুখ ও চোখ তৈরি করা যায় (চিত্র ৫.১১)।

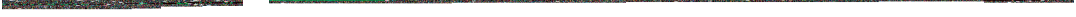
এই পুতুলগুলো কাঠি ধরে নাড়ানো যায়।

চিত্র ৫.১১: আলু ও কাঠি দিয়ে তৈরি পুতুল

৬. পাতার পুতুল

পাতা দিয়েও তুমি পুতুল বানাতে পারো। এটি শুকনো পাতা বা সহজে না ভাঙা সবুজ পাতা—যেকোনোটি হতে পারে। যদি সবুজ পাতা ব্যবহার করো, তবে পাতার সঙ্গে থাকা ডাঁটা দিয়ে হাত-পা তৈরি করতে পারো (চিত্র ৫.১২)।

তুমি যেখান থেকে ধরতে চাও সেভাবেই এই পুতুল নাড়াতে পারবে।



(ক)

(খ)

চিত্র ৫.১২: (ক) পাতা ও কাণ্ড দিয়ে তৈরি পাতার পুতুল (খ) শুকনো পাতা দিয়ে তৈরি পুতুল।

৭. কার্ডবোর্ডের পুতুল

ব্যবহৃত কার্ডবোর্ড দিয়েও তুমি পুতুল তৈরি করতে পারো (চিত্র ৫.১৩)। দেহের পাশাপাশি চোখ, নাক, মুখ ও গোঁফের মতো অংশ ছোট ছোট কার্ডবোর্ডের টুকরো কেটে সঁটে দিতে পারো।



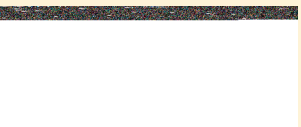
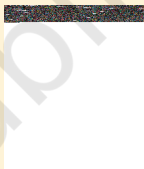
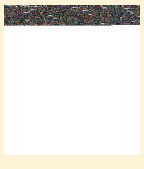
চিত্র ৫.১৩: ব্যবহৃত কার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি পুতুল—চোখ, নাক, মুখ, কান ও চুল কার্ডবোর্ড কেটে দেহের উপর লাগানো হয়েছে। পুতুল নাড়াতে বহু ঝাড়ুর কাঠি টেপ দিয়ে জুড়িয়ে কার্ডবোর্ড অংশে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৮. পুতুলের মাথা তৈরি করা

তুমি মাথা ও পোশাকসহ একটি পুতুল বানানোর চেষ্টা করতে পারো। চিত্র ৫.১৪-তে মাথা তৈরির ধাপগুলো দেখানো হয়েছে। ছবিতে দেখানো উপকরণ জোগাড় করে শুরু করো।

উপকরণ: ডাল, খোসা, সংবাদপত্র, সুতা, কাপড় এবং জল-আঠা দ্রবণ।



ধাপ ১  দুটি ছোট ডালপালা নিয়ে একটি প্লাস (+) চিহ্নের মতো বেঁধে নাও।	ধাপ ৪  একটি বাটিতে জল নিয়ে তাতে আঠা যোগ করো (অনুপাত ৩:১ = জল : আঠা)। ভালো করে মিশিয়ে আলাদা করে রাখো।	ধাপ ৭  বলটি শুকিয়ে যেতে দাও।
ধাপ ২  তুষ বা ছাল (যা পাওয়া যায়) দিয়ে একটি বল তৈরি করো। সুতো দিয়ে বেঁধে প্লাস চিহ্নের ওপর গোল বা ডিম্বাকৃতি আকৃতি তৈরি করো। (অথবা তুষ/ছাল না পেলে খবরের কাগজও ব্যবহার করা যাবে)।	ধাপ ৫  কাগজের টুকরোগুলি ছোট ছোট টুকরো করে ছিঁড়ে ফেল।	ধাপ ৮  খবরের কাগজ বা অন্য উপকরণ দিয়ে মাথায় নাক ও চোখ লাগাও।
ধাপ ৩  এবার বলের চারদিকে খবরের কাগজ জড়িয়ে দাও।	ধাপ ৬  একটি কাগজের টুকরো জলের-আঠার মিশ্রণে ডুবিয়ে ধাপ ৩-এ তৈরি বলের উপরে লাগাতে শুরু করো। পুরো বলটি আঠা-জলে ভেজানো কাগজে ঢাকা না পড়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাও।	ধাপ ৯  মাথা রঙ কর।

চিত্র ৫.১৪: একটি বলের পুতুল তৈরি করা

অনলাইন উৎস থেকে শেখা

তুমি প্যাপিয়ার-মাশে দিয়েও পুতুলের মাথা তৈরি করতে পারো। অনলাইনে “how to make papier mâché” লিখে খুঁজে দেখো (চিত্র ৫.১৫)।

চিত্র ৫.১৫: একটি কাগজের মন্ড দিয়ে মাথা তৈরি করা

মুখের রং করা

পুতুলের মাথা সাজানোর বিভিন্ন উপায় রয়েছে। তুমি এমন চোখ, নাক, ঠোঁট ও কান কল্পনা করবে যা পুতুলের আবেগ প্রকাশ করে (চিত্র ৫.১৬)। যেমন—হাসিমুখ, ঝুঁকুটি করা মুখ, জোরে হাসা মুখ ইত্যাদি।

যখন ঠিক করবে কোন অভিব্যক্তি দেবে, তখন মাথার উপর কাগজ লাগাও। এজন্য কাগজের টেপ ব্যবহার করতে পারো। এরপর ওই কাগজের টেপে পুতুলের অভিব্যক্তি আঁকো।

(ক) (খ)
চিত্র ৫.১৬: (ক) বিভিন্ন ধরনের মুখ; (খ) রঙিন পুতুলের মুখ।

ত্বকের রঙ ঠিক আমাদের ত্বকের রঙের মতো রঙ করার প্রয়োজন নেই। যেহেতু একটি পুতুল একটি কাল্পনিক চরিত্র, তাই রঙগুলিও কাল্পনিক হতে পারে। মুখ রঙ করার জন্য বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করতে পার।

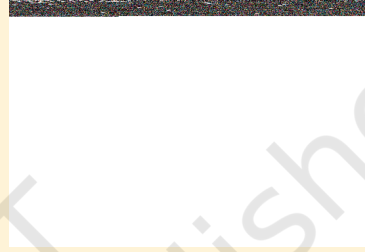
শরীর তৈরি করা

একটি পুতুলের দেহ তৈরি করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। চিত্র ৫.১৭ মানব পুতুল তৈরির একটি উপায় দেখানো হয়েছে।

ধাপ ১:



ধাপ ২:



ছুঁচ-সুতো ব্যবহার করে কাপড় সেলাই কর।

একটি পুরনো কাপড় নাও) এবং সেটি লম্বা পোশাকের আকারে কেটে নাও মাপ এমন হওয়া উচিত যাতে পুতুলের মাথার সঙ্গে লাগানো রড বা লাঠিটি ঢেকে যায়।

ধাপ ৩:



ইচ্ছা করলে তুমি শার্ট ও লম্বা স্কার্ট বা প্যান্টও তৈরি করে পুতুলের সঙ্গে যুক্ত করতে পারো।

ধাপ ৪:



কাগজ বা কার্ডবোর্ডের উপর হাতের আকৃতি ঐঁকে কেটে নাও। এরপর পুতুলের জামার হাতায় এই হাতগুলো লাগিয়ে দাও।

এখন তোমার পুতুলদের সঙ্গে মজা করো।

চিত্র ৫.১৭: পুতুলটি সম্পূর্ণ করা

তুমি যত খুশি পুতুল বানাতে পারো—বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিয়ে (চিত্র ৫.১৮)।



চিত্র ৫.১৯: কাঠি ব্যবহার করে এই পুতুলগুলো নড়ানো হবে।

নড়াচড়া

পরিবেশনাকালে পুতুলের নড়াচড়া গল্পকে জীবন্ত করে তোলে। পুতুল নড়ানোর জন্য তোমাকে সৃজনশীল হতে হবে।
যেমন — পুতুলের গলার পিছনে বা হাতে সুতা লাগাতে পারো, হাতে চেপে পুতুলের চোয়াল নাড়িয়ে তাকে হাসাতে পারো, দেহে লাগানো কাঠি ব্যবহার করে পুতুলকে ‘উড়তে’ দেখাতে পারো, অথবা হাতের উপর পুতুলটি ‘পরিধান’ করে নাড়াতে পারো (চিত্র ৫.১৯ ও ৫.২০)।

চিত্র ৫.২০: (ক) ও (খ) সুতা দিয়ে নড়ানো পুতুল; বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগানো হয়েছে যাতে নড়াচড়া করা যায়।



(ক)

(খ)

চিত্র ৫.২০: (ক) এবং (খ) সুতা দিয়ে চালিত পুতুল; এগুলো বিভিন্ন অংশ জোড়া দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যাতে সেগুলোকে নাড়ানো যায়।

তুমি কীভাবে তোমার পুতুলকে নড়াচড়া করাবে?

স্ক্রিপ্ট অনুসারে, তোমাকে পুতুলের মুখের অভিব্যক্তি পরিবর্তন করতে হতে পারে (যেমন, হাসিখুশি মুখ, ঝুঁকুঁচকে যাওয়া মুখ, বিষণ্ণ মুখ) বা তার দেহের অবস্থান (যেমন, দাঁড়িয়ে থাকা বাঘ, শুয়ে থাকা বাঘ)। বিভিন্ন অভিব্যক্তি এবং অবস্থান সহ প্রতিটি চরিত্রের জন্য একাধিক পুতুল তৈরি করে এটি সম্ভব।

তোমার পুতুল প্রস্তুত করো

তোমরা বিভিন্ন পুতুল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছ। এখন, তোমার অনুষ্ঠানের জন্য পুতুল তৈরির কাজ শুরু কর।

দয়া করে সারণি ৫.৪ পূরণ কর কারণ এটি তোমাকে পুতুল বানাতে সহায়তা করবে। তোমার পুতুল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য যোগ করতে তোমাকে সাহায্য করার জন্য টেবিলে একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৫.৪: তোমার পুতুলের পরিকল্পনা

পুতুলের প্রকার (যেমন, মানুষ বা প্রাণী) এবং তাদের নাম	তুমি কোন উপকরণ ব্যবহার করেছ?	তুমি কী করেছিলে?	পুতুলগুলো কীভাবে নড়াচড়া করবে?	এই পুতুলগুলো তুমি কীভাবে ব্যবহার করবে?
বল দিয়ে তৈরি দুটি মানুষের মাথা, নাম রাজেশ এবং গীতা।	বল, ঝাড়ু, স্কেচ কলম	বল একটি মাথার আকৃতি দেয়। আমি একটি স্কেচ পেন ব্যবহার করে চোখ এবং মুখ আঁকি। এর হাসি মুখটি একটি 'ইমোজি' র মতো।	মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বলের সঙ্গে একটি ঝাড়ু লাগানো থাকে।	এই পুতুলগুলি দুই ব্যক্তির একে অপরের সাথে কিছু নিয়ে কথা বলার গল্প বর্ণনা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। সংলাপ মজার এবং হাস্যকর হতে পারে।

তুমি কি প্রথমবারেই পুতুলগুলি ঠিকভাবে বানাতে পেরেছিলে, নাকি পুতুলগুলিতে আরও কোনও বদল আনার প্রয়োজন হয়েছিল?কোনো যদি হয়ে থাকে, তাহলে কেন এবং তুমি কী করেছিলে তা ব্যাখ্যা করো।

.....

.....

এখন তুমি শোয়ের জন্য প্রস্তুত।

কার্যকলাপ ৭: পুতুলনাট্য প্রদর্শনী

পুতুলগুলো নিয়ে রিহাসাল শুরু করো। একটি সুন্দর ও সফল প্রদর্শনী নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেকের নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। তোমাদের মধ্যে কেউ পুতুল নাড়াবে, কেউ আলো ও শব্দের কাজ করবে, কেউ দৃশ্য পরিবর্তনের সময় ব্যাকড্রপ বদলাবে। গল্প অনুযায়ী আরও কিছু কাজেরও প্রয়োজন হতে পারে।

একটি সফল পাপেট শো'এর জন্য নীচের উপাদানগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

ক. মঞ্চ

যে জায়গায় শো হবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে একটি 'মঞ্চ' তৈরি করে দর্শকরা পুতুলগুলো স্পষ্টভাবে দেখতে পারে। দ্বিতীয়ত, দর্শকদের বসার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে। বিভিন্নভাবে মঞ্চ তৈরি করা যায় (চিত্র ৫.২১ থেকে ৫.২৩-এ দেখানো হয়েছে)।



চিত্র ৫.২১: একটি টেবিল কাপড় দিয়ে ঢেকে মঞ্চ বানানো হয়েছে। কাপড়টি পাপেট চালানো ব্যক্তিকে আড়াল করবে, আর তিনি হাত বা কাঠি ব্যবহার করে পাপেট নাড়াতে পারবেন।



চিত্র ৫.২২: কাপড়টি একটি পর্দার মতো ব্যবহার করা হয়েছে। পুতুল যদি সুতো দিয়ে নাড়া হয়, তবে টেবিলের পিছনে সুতো টানার মতো করে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা যায়।

চিত্র ৫.২৩: পাপেট শোর জন্য একটি ফ্রেম ব্যবহার করা হয়েছে। ফ্রেমটি আদর্শভাবে আয়তাকার হওয়া উচিত (যেমন সিনেমা দেখার পর্দা)। এটি বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে বানানো যায়, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে ‘জানালা’ অংশটি যথেষ্ট বড় যেন পাপেট ও তার নড়াচড়া পরিষ্কার দেখা যায়।

মনে রেখো, প্রদর্শনীতে ব্যবহারের জন্য পুতুলগুলো মঞ্চের কাছে এমন জায়গায় রাখবে, যেখানে দর্শকরা দেখতে পাবে না। যেমন— টেবিল ঢাকার কাপড়ের পিছনে রাখা যেতে পারে।

১. তোমরা কোথায় পাপেট শো করবে?

.....
.....

২. শোর সময় পাপেট কোথায় রাখবে?

.....
.....

খ. ব্যাকড্রপ



পটভূমি অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি
গল্পের প্রেক্ষাপট বা
দৃশ্যপট ফুটিয়ে
তোলে। গল্পের কাহিনী
এক দৃশ্য থেকে অন্য
দৃশ্যে এগিয়ে যাওয়ার

চিত্র ৫.২৪: পশুপাখি-সহ একটি জঙ্গল দেখানো ব্যাকগ্রাউন্ড।

সাথে সাথে এর প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হতে পারে, আর তাই পটভূমিও বদলে
যেতে পারে। তুমি এই বিভিন্ন প্রেক্ষাপটগুলো একটি চার্ট পেপার বা

পুরোনো বিছানার চাদরের ওপর আঁকতে পারো (চিত্র ৫.২৪)। দৃশ্য পরিবর্তনের সাথে সাথে পটভূমিও পরিবর্তিত হয়। এমনকি তুমি পর্দার ওপর পটভূমি এঁকে লুক বা লুপ ব্যবহার করে সেগুলো সরিয়ে সরিয়ে দৃশ্য পরিবর্তন করতে পারো।

১. তুমি যে ব্যাকড্রপগুলি প্রস্তুত করেছ তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

.....

.....

গ. উপকরণ

কী ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করা হবে তার উপর। যেমন— মোটা কার্ডবোর্ড দিয়ে চেয়ার, খাট, সিংহাসন ইত্যাদি বানানো যায়।

চিত্র ৫.২৫: একটি গাছের প্রপস যেটি দেখাতে ব্যবহার করা হয়েছে যে বানরটি গাছ থেকে আপেল তুলছে। বানরের হাতটি কাঠি দিয়ে নাড়ানো হচ্ছে।

তবে যদি কোনো উপকরণ পুতুল চালানো ব্যক্তি হাত

দিয়ে ধরে ব্যবহার করে, তবে সেটি খুব হালকা হওয়া দরকার।

উপকরণ খুব সাধারণ জিনিস দিয়েও তৈরি করা যায়—যেমন: কাগজ (সংবাদপত্র, রুটি), অ্যালুমিনিয়াম (তলোয়ার, ছুরি), কার্ডবোর্ড বা ডিসপোজেবল কন্টেইনার (চুলা, প্লেট) (চিত্র ৫.২৫)।

১. তুমি যে জিনিসগুলি প্রস্তুত করেছ সেগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

.....

.....

ঘ. কণ্ঠস্বর

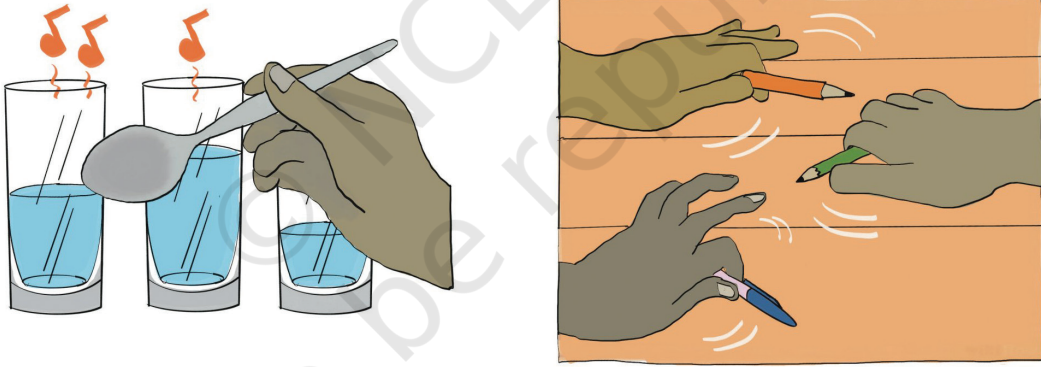
পুতুলনাট্যে কণ্ঠস্বরের ওঠানামা খুব গুরুত্বপূর্ণ; পাপেট চালানো ব্যক্তি তার কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে অভিনয় করে। তোমাকে প্রতিটি চরিত্রকে আলাদা কণ্ঠস্বর দিতে হবে যাতে চরিত্র পার্থক্য বোঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি সিংহের পুতুলের কণ্ঠস্বর হতে পারে গভীর ও কর্তৃত্বপূর্ণ, আর একটি খরগোশের পুতুলের কণ্ঠস্বর হতে পারে উচ্চস্বরের ও চঞ্চল।

তুমি যে স্ক্রিপ্ট লিখেছ, সেটি দেখো। সংলাপ বলার সময় পুতুল দিয়ে কণ্ঠের অভিনয় করার চেষ্টা করো। যেখানে প্রয়োজন, শব্দ তৈরি করা বা একসাথে গান করার অনুশীলন করো। তোমার প্রচেষ্টার সফলতার জন্য অনুশীলনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তোমার লেখা চিত্রনাট্য বা স্ক্রিপ্টটি অনুসরণ করো। সংলাপের জন্য পুতুল নিয়ে ভয়েস অ্যাক্টিং বা কণ্ঠস্বরের অভিনয় করার চেষ্টা করো। যেখানে প্রয়োজন সেখানে একসাথে শব্দ বাজানো বা গান গাওয়ার অভ্যাস করো। তোমার প্রচেষ্টাকে সফল করার মূল চাবিকাঠি হলো নিয়মিত অনুশীলন।

ঙ. শব্দ এবং সঙ্গীত

পাপেট শো-তে গল্প অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শব্দ ও সঙ্গীতের দরকার হবে— যেমন বৃষ্টির আগে মেঘের গর্জন। তুমি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতে পারো, অথবা পেন্সিল, স্কেল বা আঙুল দিয়ে টেবিলে ঠুকে শব্দ তৈরি করতে পারো। বিভিন্ন পরিমাণ পানি ভর্তি বোতল বা গ্লাসে টোকা দিয়েও সুর তৈরি করা যায়। মাইক্রোফোনে শিস দিলে বাতাসের শব্দ তৈরি করা যায় (চিত্র ৫.২৬)।



চিত্র ৫.২৬: সঙ্গীত তৈরি করা

তুমি তোমার স্ক্রিপ্ট (সারণি ৫.৩) দেখে ঠিক করবে কোন দৃশ্যে কোন তুমি ইন্টারনেটে খুঁজতে পার এই কী-ওয়ার্ডগুলি দিয়ে- এক্সাইটিং+ সেলিব্রেশন+ মিউজিক+ নো কপিরাইট

চ. আলো

আলোর স্পষ্ট ব্যবহার দরকার যাতে দর্শকরা পুতুল স্পষ্টভাবে দেখতে পারে এবং বিশেষ প্রভাব তৈরি করা যায়। যদি শো দিনের বেলায় বাইরে হয়,

আলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু যদি অন্ধকার ঘরে শো হয়, তাহলে আলো কোথায় রাখবে তা পরিকল্পনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, চাঁদ, সূর্য বা একটি জাদুর প্রদীপ দেখাতে আপনি পর্দার আড়ালে একটি টর্চ ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও আপনি টুনি লাইট (ফেয়ারি লাইটস), টেবিল ল্যাম্প, মাটির পাত্র (প্রদীপ) ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন।

আলোর প্রভাব কেমন হবে এবং তুমি কীভাবে সেগুলো তৈরি করবেন, তা নির্ধারণ করতে তোমার লেখা চিত্রনাট্য বা স্ক্রিপ্ট (সারণি ৫.৩) অনুসরণ করুন।

ছ. পুতুলচালক

পুতুলচালককে সংলাপ ভালোভাবে অনুশীলন করতে হবে। মনে রাখবে পুতুল কথা বলে, তুমি নয়। তোমাকে জানতে হবে কখন পুতুল মঞ্চে ঢুকবে 'ইন' এবং — কখন বের হবে — 'আউট'।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— পুতুল কথা বললে পুতুলচালককে পাপেটের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। অর্থাৎ, পুতুলচালকের মুখে যেন কোনো আবেগ না থাকে, যাতে দর্শক পাপেটের দিকেই মনোযোগ দেয়।

কার্যকলাপ ৮: একটি পুতুল প্রদর্শনী করা

এখন শো-এর সময়। শো-এর আগে সারণি ৫.৫-এর চেকলিস্টটি দেখতে ভুলবে না:

সারণি ৫.৫: প্রাক-প্রদর্শনের চেকলিস্ট

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশ্নগুলো	হ্যাঁ / না
১.	তোমার চিত্রনাট্য কি প্রস্তুত?	
২.	তুমি কি প্রতিটি চরিত্রের জন্য পুতুল তৈরি করেছ?	
৩.	পুতুলের পোশাক কি প্রস্তুত?	
৪.	তুমি কি পুতুলগুলো নাড়াতে পার?	
৫.	তুমি কি সিকোয়েন্স এবং সংলাপ চূড়ান্ত করেছ?	
৬.	মঞ্চ কি প্রস্তুত?	
৭.	জিনিসপত্র প্রস্তুত আছে তো?	
৮.	তুমি কি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, সাউন্ড এবং লাইট এফেক্টস চূড়ান্ত করেছ?	
৯.	তুমি কি রিহর্সাল করেছেন?	
১০.	তুমি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছ যে কে অনুষ্ঠানটির পরিচয় দেবে এবং অনুষ্ঠানের পরে কে অভিনেতাদের পরিচয় দেবে?	

নীচের স্থানে মঞ্চ এবং বসার জায়গার একটি স্কেচ আঁক।

সবকিছু স্থির হয়ে যাওয়ার পর, কৌশল মেলা-র সময় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পার।

অনুষ্ঠানের পরে, শিল্পীদের মাথা নত করা উচিত এবং দলের একজন সদস্যের উচিত অভিনেতাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। গল্পের লেখককে স্বীকৃতি দিতে এবং যারা তোমাকে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করতে সাহায্য করেছে তাদের সকলের নাম উল্লেখ করতে ভুলবে না।

তুমি সারণি ৫.৬-এ কাস্ট সদস্যদের তালিকাভুক্ত করতে পার। তাদের ভূমিকা হতে পারে পুতুল শিল্পী, চিত্রনাট্যকার, সংগীত, শিল্পকর্ম, পুতুল তৈরি, আলো ইত্যাদি।

সারণি ৫.৬: পুতুল প্রদর্শনীর কাস্ট

ক্রমিক সংখ্যা	শিল্পীর নাম	ভূমিকা
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

অনুষ্ঠানের পরে, পারফরম্যান্স সম্পর্কে দর্শকদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া পাও।
তুমি শ্রোতাদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করতে পারঃ

১. শোয়ের কোন অংশটি তারা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছিল?

.....
.....

২. এটিকে আরও উন্নত করার জন্য তাদের পরামর্শ কী?

.....
.....

অন্যদের কাছ থেকে আমি কী শিখেছি?

তুমি হয়তো তোমার বন্ধু বা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সাহায্য ও দিকনির্দেশনা নিয়েছো।
এটা পুতুল তৈরি, সাউন্ড ও লাইট শো, কস্টিউম বা মঞ্চ সাজানোর জন্য হতে পারে।
তুমি যে তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখেছো তা লিখে দাও।

.....
.....
.....

আমি কী করেছি এবং কত সময় নিয়েছি?

কোনো কাজ সম্পূর্ণ করতে কতটা সময় লাগে তা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিটি কার্যকলাপে তুমি আনুমানিক কত ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছো তা হিসাব
করো। নিচের টাইমলাইনে তা চিহ্নিত করো। বইয়ে প্রস্তাবিত কার্যকলাপের বাইরে
আরও কাজ করে থাকলে, সেগুলোর সংখ্যা এবং সময়ও যোগ করো।

কার্যকলাপ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সময় নেওয়া হয়েছে (সময়কাল)	---	---	---	---	---	---	---	---

আমি আর কী করতে পারি?

১. তোমার পুতুলগুলোর মধ্যে আরও নড়াচড়া যোগ করো। শোর প্রয়োজন অনুযায়ী তুমি হাত, পা বা ঘাড়ে নড়াচড়া যোগ করতে পারো।
২. আলোর প্রভাব তৈরি করার জন্য আলো, আয়না এবং প্রতিফলনের ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করো।
৩. তুমি কি পুতুল এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে অ্যানিমেশন তৈরি করতে পারো?

ইঙ্গিত: তুমি স্টপ-মোশন অ্যানিমেশন ব্যবহার করে কাগজ-কাটআউট তৈরি করতে পারো এবং নড়াচড়া তৈরি করতে পারো।

ভাবো এবং উত্তর দাও

১. কোন কাজটি করতে তুমি সবচেয়ে উপভোগ করেছো?
২. কী কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলে?
৩. পরবর্তীবার তুমি কী ভিন্নভাবে করবে?
৪. তোমার চিত্রনাট্য ও পুতুলনাট্যকে কোনো চলচ্চিত্র, টিভি শো, কার্টুন, অ্যানিমেশন বা অন্য কোনো পরিবেশনার সঙ্গে তুলনা করো। তাদের মধ্যে কী কী মিল ও অমিল আছে?
৫. তুমি যে কাজটি করলে তার সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি পেশার উদাহরণ দাও। যেমন— স্ক্রিপ্ট রাইটিং, প্যাপেট নির্মাণ, কস্টিউম ডিজাইন, ভয়েস মডুলেশন, লাইট ও সাউন্ড টেকনিশিয়ান। চারপাশে দেখো, মানুষের সঙ্গে কথা বলা এবং উত্তরটি লেখো।